বাঁশের মড়ক দমনব্যবস্থা

আপনার বাঁশের ঝাড়ে কি বাঁশের আগা মরে যাচ্ছে ?

এ রোগের জন্য দায়ী এক ধরনের ছত্রাক যা মাটিতে বাস করে। সাধারণত বরাক বা বড় বাঁশ, মাকলা বাঁশ, তল্লা বাঁশ এবং বাইজ্যা বাঁশ ঝাড়ে এ রোগ মড়ক আকারে দেখা যায়।

এ রোগটি চিনবেন কিভাবে ?

প্রাথমিক অবস্থায় নতুন কোঁড়ল আক্রান্ত হলে

- কোঁড়লের আগা বাদামি-ধূসর রঙের হয়ে সব খোলস ঝড়ে পড়ে।
- এক সময় আগা পচে ধীরে ধীরে বাঁশটি শুকিয়ে যায়।

কম বয়সি বাড়ন্ত বাঁশ আক্রান্ত হলে

- এর মাথায় বাদামি-ধূসর রঙের দাগ দেখা যায় এবং আক্রান্ত বাঁশের সকল খোলসপত্র ঝড়ে পড়ে।
- এক সময় আগা পচে ভেঙ্গে পড়ে বা ঝুলে থাকে।
- আক্রান্ত অংশের নিচের গিট থেকে অসংখ্য কঞ্চি বের হয়।
- পরবর্তীতে রোগ নিচের দিকে আগাতে থাকে এবং এক সময় পুরো বাঁশটি নষ্ট হয়ে যায়।

বয়স্ক বাঁশে এ রোগ দেখা দিলে

- আগা পচে যায়, ফলে বাঁশের মাথা ভেঙ্গে পড়ে। দূর থেকে এ ধরনের ঝাড়কে মাথাশূণ্য ও আগুনে ঝলসানো বাঁশ ঝাড় বলে মনে হয়।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পুরো বাঁশ ঝাড়ই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

এ রোগ ছড়ায় কিভাবে ?

- রোগাক্রান্ত মুথা বা রোগাক্রান্ত বাঁশের কঞ্চিকলমের চারা ব্যবহার করলে
- আক্রান্ত বাঁশ ঝাড়ের মাটি ব্যবহার করলে
- ঝাড়ের গোড়ায় নতুন মাটি না দিলে
- গোড়ায় জমে থাকা পাতা ও আবর্জনা সরিয়ে না ফেললে
- বাঁশ ঝাড়ে কীট-পতঙ্গ (বিশেষ করে পিঁপড়া) বেশি থাকলে

প্রতিরোধ ও দমন করবেন কিভাবে ?

- সকল আক্রান্ত বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে পুড়িয়ে ফেলুন।
- বাঁশ গজানোর আগে গোড়ায় জমে থাকা কঞ্চি, আবর্জনা, শুকনো পাতা, আক্রান্ত বাঁশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন (আগুন দেওয়ার সময় সর্তক থাকতে হবে যাতে আশেপাশের বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়)।
- প্রতি বছর নতুন বাঁশ গজানোর পূর্বে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় নতুন মাটি দিন।
- পুরানো বাঁশ ঝাড়ের মাটি ব্যবহার না করে পুকুরের তলার মাটি অথবা দূরের পলিযুক্ত মাটি ব্যবহার করুন।

- ২০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ (ছত্রাকনাশক) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে ঝাড়ের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিন।
- নতুন কোঁড়ল ৩-৪ হাত লম্বা হওয়ার আগে একই ছত্রাকনাশক দিয়ে ভিজিয়ে দিন।

জেনে রাখা ভাল

- আক্রান্ত এলাকায় নতুন গজানো সকল বাঁশেই এ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
- কোঁড়ল গজানোর ৩ মাসের মধ্যেই বাঁশ সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে শুধুমাত্র পরিপক্ক হয়।
- যদি কোন বাঁশ তার বৃদ্ধির সময়ে পরিপূর্ণ সুস্থ থাকে, তবে পরবর্তীতে মড়ক আর ক্ষতি করতে পারে না।

যে কোন বালাইনাশক ব্যবহার করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেখা পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮

ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.

Web site : www.bfri.gov.bd, E-mail : bfri_ttt@ctpath.net